গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জুড়ী, মৌলভীবাজার
www.juri.moulvibazar.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৬.৫৮৩৫.০০৩.০৯.০৩৩.১৯.-২৫

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে অনুর্ধ্ব ২০ (বিশ) একর বদ্ধ জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তি নম্বর- ০১/১৪৩০-১৪৩২

এতদ্বারা নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবি সংগঠন/সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত (প্রকৃত মৎস্যজীবি যদি থাকে) সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জুড়ী উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন নিম্নবর্ণিত ইজারাযোগ্য অনুর্ধ্ব ২০ (বিশ) একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী ১৪৩০-১৪৩২ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৮/১২/২০২২খ্রি. তারিখের ৩১.০০০০০০.০৫০.৮৮.০২০.০৯ (অংশ-২) ৪৮নং স্মারকের নির্দেশমতে ২০ একরের নিচের যে সকল জলমহালগুলো নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে।

০২। জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী জলমহাল ইজারা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করা যাবে। অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল ও দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টকপি (যাবতীয় কাগজাদিসহ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জুড়ী-এ দাখিল করা যাবে। ইজারাযোগ্য জলমহালের সিডিউল ও শর্তাবলী নিম্নরুপ:

সময়সূচি:

অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টের কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে জমাদানের তারিখ
২০/০১/২০২৩ হতে ০৮/০২/২০২৩খ্রি. পর্যন্ত (৬ মাঘ হতে ২৫ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)	০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ হতে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩খ্রি. পর্যন্ত (২৬ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ হতে পরবর্তী ০৩(তিন) কার্যদিবস পর্যন্ত)

ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা

ক্রঃ নং	জলমহালের নাম	মৌজা/ জে.এল নং	দাগ নং	আয়তন (একরে)	বিগত তিন সনের গড় রাজস্ব/ নির্ধারিত মুল্য	৫% বর্ধিত হারে সরকারী মূল্যে	আবেদন মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	বরইতলী ঝিল	বরইতলী-১৬৫	৯২৪ ৯২৪, ৯২৬ ১৪৯১ ১৪৯২	৪.৯৯	১,০৩,৫৬৯/-	১,০৮,৭৪৭/-	৫০০/-
২.	বাখরবন্দের খাটি	চাতলা হাওর-২১/১৭২	৩৮৮	২.০০	৬৩৪/-	৬৬৬/-	৫০০/-
৩.	এমড়াখালি চেপ্টি বান্দ	বাছিরপুর-১৩৫	১৬৯৩,১৪৬১,১৬৯১	৭.৭১	৯,৫০০/-	৯,৯৭৫/-	৫০০/-
৪.	স্মরণরায়ের নালা	ভবানীপুর/বাছিরপুর হরিরামপুর	৪২২,৬১৭,২৭৬,৮৩২	৩.৯১	৫,০০০/-	৫,২৫০/-	৫০০/-
৫.	গোংগীজুড়ী বিল	চাতলাহাওর ২১/১৭২	১৭৯,২৩৬/২৩০,৩৫৩ ,৩৬৬	১২.৪২	৫৫,০০০/-	৫৭,৭৫০/-	৫০০/-
৬.	গোরার ডুবি	নয়াগ্রাম/২৬	৮০৯	২.১০	১০৫০/-	১১০৩/-	৫০০/-
৭.	কৈয়ারকোনা	নয়াগ্রাম-২৬	৮০৩	১৪.৪৫	২,৪২,৭৩৪/-	২,৫৪,৮৭৯/-	৫০০/-
৮.	কন্টিনালার কর	চাতলা হাওর,২১/১৭২	৪১৫	৪.৪০	৯১,৪৮০/-	৯৬,০৫৪/-	৫০০/-
৯.	কালাচান্দের গাংরা	চাতলাহাওর ২১/১৭২	৩৬২,৩৫৯	১.২৫	৪২০০/-	৪৪১০/-	৫০০/-
১০.	রত্নাছড়া	ধামাই চা বাগান/১৩৯	২৬৮৩	১.৪১	৭,৫০০/-	৭৮৭৫/-	৫০০/-
১১.	জগাইরখাল	আমতৈল/১৩৪	১৮০,৩৯০	৫.৫৩	৪৫০০/-	৪,৭২৫/-	৫০০/-
১২.	আইনজুড়ি মনুখালী	আমতৈল/১৩৪	-	৪.৩০	৫৩,০০০/-	৫৫,৬৫০/-	৫০০/-
১৩.	গুজিয়ালা	ধামাই চা বাগান/১৩৯	২৫২২/৩১২১,২৫০৭, ২৫৯৪/৩১৩৯	৫.৪৫	৯,০০০/-	৯,৪৫০/-	৫০০/-
১৪.	বাঘেখাউরী বিল	খাগটেকা/১৩২	০৪	৭.০৫	১৭,৮৫০/-	১৮,৭৪৩/-	৫০০/-

CamScanner

বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী

১। **আবেদনপত্র অনলাইনে দাখিল করতে হবে (jm.lams.gov.bd)_ এবং দাখিলকৃত আবেদনপত্রের প্রিন্টকপি ও অন্যান্য কাগজাদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে জামানতের মূলকপি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, জুড়ী-এ দাখিল করতে হবে।**

২। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রে কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিকে ০৩(তিন) বৎসর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে । কোন আবেদন অসম্পূর্ণ হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আবেদন ফরমের সকল তথ্য/অংক স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং অনলাইনে প্রিন্ট কপিতে কোন কাটাকাটি,ঘষা-মাজা গ্রহণ করা হবে না।

৩। প্রকৃত মৎস্যজীবিদের নিবন্ধিত সমবায় সমিতি কোন সরকারি জলমহাল ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারী সমিতিতে যদি কোন অমৎস্যজীবি সদস্য থাকেন তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালসমূহের নিকটবর্তঅ/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে নীতিমালা অনুযায়ী অগ্রাধিকার পাবে।

৪। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সমিতির সদস্যগণ জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৫। **জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আবেদনকারী সমিতির কার্যকারিতা কিংবা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দলিলপত্র/তথ্যাদি দাখিল/সংযুক্ত প্রত্যয়নপত্রসহ ২(দুই) বছরের অডিট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠন/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্ট প্রয়োজন হবে না।**

৬। অনলাইনে আবেদন দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) আপলোড করতে হবে।

৭। **আবেদনকারী সমিতিকে প্রার্থিত জলমহালের বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারামূল্যের উপর ৫% বর্ধিত হারে মূল্য উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।**

৮। কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠনের মধ্যে জঙ্গী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপী থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন প্রকার জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

৯। **উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে জামানত হিসেবে আবেদনকারীকে তার অনলাইন আবেদনের সাথে স্কেন করে আপলোড করতে হবে এবং পে-অর্ডারের কপি অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অবশ্যই টেন্ডার বাক্সে জমা প্রদান করতে হবে। লীজ প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজ প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।**

১০। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, কোন তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১। লীজ প্রদানকৃত জলমহালসমূহ সময়ে সময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হবে এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইনগত/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২। লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। এক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত লীজ বাতিল করে দিবেন এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। বাতিলকৃত লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন পরবর্তী ০৩(তিন) বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৩। কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন দু"টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না। জলমহাল যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। ইজারা গ্রহণের পূর্বে জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে আবেদন ফরম দাখিল করতে হবে। যখনই ইজারা চূড়ান্ত করা হোক না কেন তা ১লা বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ সন হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে। ইজারা বিষয়ে সকল রকমের তথ্য অর্থ্যাৎ জলমহালের পূর্ববর্তী বছরের ইজারামূল্য, আয়তন ও অবস্থান ইত্যাদি অফিস চলাকালে জানা যাবে। ইজারা গ্রহণের পর জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে অথবা অন্য কোন কারণে ইজারাদার ক্ষতিগ্রস্থ এরুপ ওজর/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

১৪। বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ, ১৪৩০ বাংলা সন থেকে কার্যকর হবে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ সমাপনান্তে শেষ হবে। এবই সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশন করা হলে তা সরকারি খাতে জমা হবে।

CamScanner

১৫। ইজারা প্রদত্ত জলমহালের ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা তা মৎস্য আইন, প্রযোজ্য অন্য কোন আইনের আওতায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট ইজারাদার বা সংগঠনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৬। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতর সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না।

১৭। অনলাইন আবেদন ফরমের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন এবং মুশক নিবন্ধন সার্টিফিকেট "মুশক-৮" এর সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে।

১৮। আবেদন ফরমের সাথে প্রকৃত মৎস্যজীবি, মাছচাষ, শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা গেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এবং অঙ্গীনামা ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে।

১৯। বন্দোবস্তকৃত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না এবং জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যার কারণে প্রযোজ্য বিধি-বিধান কিংবা আইন লঙ্ঘিত হয়।

২০। যে সকল জলমহালসমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল ইত্যাদি) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্তোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে, সেখান থেকে মৎস্যচাষে ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২১। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয়, সংলগ্ন প্লাবন ভুমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয় রুপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

২২। বদ্ধ বা উন্মুক্ত কোন জলাশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। জলাশয়ের ইজারা ১৪৩০-১৪৩২ বঙ্গাব্দের জন্য মেয়াদি ইজারা কোন অবস্থায় ইজারা মেয়াদ বর্ধিত করা হবে না। প্রথম বছর ব্যতীত ইজারাকৃত জলাশয়ের পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য পূর্ববর্তী বছরের ১৫ ফাল্গুনের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, কোন নোটিশ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা বন্দোবস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বিধি মোতাবেক সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এজন্য জলমহালটি এ সময়ে ইজারা প্রদান করা না গেলে ইজারাদার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

২৩। **ইজারাদারকে বিধিমতে ইজারামূল্যের সাথে সরকার নির্ধারিত ১০% আয়কর ও ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য, ভ্যাট ও আয়কর জমা দিয়ে ইজারাদার সমিতির সভাপতি/মনোনীত প্রতিনিধি স্ব-উদ্যোগে কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখল বুঝে নিবেন। চুক্তিপত্র সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই কোন জলমহালের দখল হস্তান্তর করা যাবে না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের উপর কোন দায় বর্তাবে না। চুক্তিপত্র সম্পাদন না করলে ইজারা বাতিল করা হবে।**

২৪। ইজারাগ্রহীতাকে ইজারা চুক্তির শর্তাবলী এবং জলমহাল ও সরকার কর্তৃক আরোপিত নির্দেশনাবলী মেনে চলতে হবে। ইজারা চুক্তির লঙ্ঘন বা নির্দেশনা অমান্যের জন্য ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে। ইজারা গ্রহীতা অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট সাব-লীজ দিতে পারবেন না। সাব-লীজ দিলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৫। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরুপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে। পরিবেশ বান্ধব হিজল করচ গাছ লাগাতে হবে।

২৬। লীজ গ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন। কেই যাতে সংশ্লিষ্ট জলমহালের অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল বা আকার আকৃতির পরিবর্তন না করে তা নিশ্চিত করবেন।

২৭। অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ফাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৮। ভুমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আদেশ/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৯। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনরুপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

CamScanner

৩০। জলমহালসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও সরকারি রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে অন্য কোন মোকদ্দমায় সরকারি রাজস্ব আদায়ে কোনো আদালত কর্তৃক কোন স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞা বা নিবারণমূলক আদেশ না থাকা সাপেক্ষে ধার্যকৃত সরকারি ইজারামূল্যে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

১৫.০১.২৩

(রঞ্জন চন্দ্র দে)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জুড়ী, মৌলভীবাজার।
ফোন নং ০৮৬২৭-৫৭০০১
ই-মেইল: unojuri@mopa.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৬.৫৮৩৫.০০৩.০৯.০৩৩.১৯.— ২৫

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে-

১. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
৩. জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার
৪. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও উপদেষ্ট-১, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, জুড়ী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ও উপদেষ্টা-২ উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, জুড়ী

জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রাজনগর/কুলাউড়া/কমলগঞ্জ/শ্রীমঙ্গল/বড়লেখা/মৌলভীবাজার সদর।
৭. সহকারী কমিশনার (ভূমি), জুড়ী/রাজনগর/কুলাউড়া/কমলগঞ্জ/শ্রীমঙ্গল/বড়লেখা/মৌলভীবাজার সদর।
৮. উপজেলা ------------------------ কর্মকর্তা, জুড়ী।
৯. চেয়ারম্যান, --------------------- ইউপি(সকল), জুড়ী।
১০. সম্পাদক,-------------------------------, বিজ্ঞপ্তিটি শর্তাবলী ছাড়া স্বল্প পরিসরে পত্রিকায় ১(এক) টি সংখ্যায় প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১. ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, -------------------- ইউনিয়ন ভূমি অফিস, জুড়ী। বিজ্ঞপ্তিটি মাইকযোগে বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২. সভাপতি/সম্পাদক...মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ, জুড়ী।
১৩. জনাব---প্রাক্তন ইজারাদার-------------------------------------

১৫.০১.২৩

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জুড়ী, মৌলভীবাজার